দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN 27 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

প্রধানমন্ত্রী কলকাতা যাচ্ছেন আজ, বইমেলা উদ্বোধন করবেন কবি শামসুর রাহমান

সালাম জুবায়ের, কলকাতা থেকে ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কলকাতা বইমেলায় আগমন উপলক্ষে পুরো কলকাতা ও আশপাশের অঞ্চলে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বইমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন। বইমেলা উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের বরেণ্য কবি শামসুর রাহমান।

সফরকালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিং ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বুধবার বিকেল থেকে ২৪তম কলকাতা বইমেলা শুরু হবে। প্রধান অতিথি হিসেবে বইমেলায় যোগ দিতে শেখ হাসিনা কলকাতায় আসবেন দুপুর সোয়া ১২টায়। তার সাথে আসবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক।

প্রধানমন্ত্রী কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে চড়ে তাজ বেঙ্গল হোটেলে এসে উঠবেন। বিকেল সোয়া ৩টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেকার

প্রধানমন্ত্রী ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

প্রধানমন্ত্রী ঃ আজ যাচ্ছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হোস্টেল পরিদর্শনে যাবেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রাবস্থায় ১৯৪৩ থেকে '৪৬ সাল পর্যন্ত এই বেকার হোস্টেলে ছিলেন। সেখান থেকে শেখ হাসিনা বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে বইমেলা প্রাঙ্গণে পৌঁছবেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বইমেলা প্রাঙ্গণে শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানাবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানশেষে শেখ হাসিনা মেলার বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন ঘুরে দেখবেন। মেলায় এবার সম্মানিত অতিথি থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু।

এবারের কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশকে 'থিম কান্ট্রি'র মর্যাদা দেখা হয়েছে। মেলায় বাংলাদেশকে নিয়ে নানা আয়োজন থাকবে। মেলার ৪টি তোরণের একটি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের স্মরণে নির্মিত শহীদ মিনারের আদলে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই তোরণ দিয়েই মেলায় প্রবেশ করবেন। বইমেলা থেকে প্রধানমন্ত্রী যাবেন কলকাতা টাউন হলে কলকাতাবাসীদের নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দিতে। পরে রাত সাড়ে ৮টায় রাজ্যপাল এ আর কিদোয়াইয়ের দেয়া নৈশভোজে যোগ দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বৃহস্পতিবার সকালে শান্তি নিকেতনে বিশেষ সমাবর্তনে 'ডি লিট' দেয়া হবে। তিনি চুরুলিয়ার কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মভিটা পরিদর্শন করবেন। শুক্রবার সকালে তিনি ঢাকা ফিরে যাবেন।

শেখ হাসিনার সফর কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। দিল্লি থেকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা ইতোমধ্যে কলকাতায় পৌঁছেছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা সদস্যদের পুরো কলকাতা শহর ও হাওড়ায় বিশেষভাবে মোতায়েন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রীর মোটর শোভাযাত্রার মহড়া দিয়েছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে কলকাতা ময়দানে বইমেলার স্থানজুড়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যাষ্টনী গড়ে তুলতে। নিরাপত্তা বাহিনীকে তৎপর দেখা যায়। দুপুরের পর থেকে কোন সাধারণ মানুষ এমনকি মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশকদেরও মেলাঙ্গনে ঢুকতে দিচ্ছে না বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আয়োজকদের পূর্ব নির্ধারিত সাংবাদিক সম্মেলনও একদিন এগিয়ে আনতে হয়েছে। আয়োজকরা বলেছেন, আমাদের কিছু করার নেই, সবকিছু করতে হচ্ছে নিরাপত্তা কর্মীদের নির্দেশ মতো।

শেখ হাসিনা বইমেলায় যোগ দিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর আমন্ত্রণে আসছেন। ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার শফি শামী কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়ে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা সফরকালে দ্বিপাক্ষিক কোন ইস্যু নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা নেই। তবে, দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতারা যখন কথা বলেন তখন সেসব বিষয় এসেই পড়ে।

বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশবন্ত সিং, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখার্জী, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী প্রমুখ।

কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ থেকে এবার বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমীসহ ১২টি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ২৩টি বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। ঢাকা থেকে ৫ হাজার টাইটেলের প্রায় ২ লাখ বই ইতোমধ্যে কলকাতায় আনা হয়েছে। মেলায় যোগ দিতে শতাধিক প্রকাশক-প্রতিনিধি এবং প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক কলকাতা এসেছেন। এছাড়াও সরকারি অতিথি হিসেবে আরো একশ'জন কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও সরকারি কর্মকর্তা কলকাতা আসবেন। মেলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, প্রায় আড়াই দশক ধরে কলকাতা বইমেলা অনুষ্ঠিত হলেও এবারই বইমেলা সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে।

আজ দুপুরে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন কার্যালয়ে বাংলাদেশের কয়েকজন প্রকাশক অভিযোগ করেছেন, বইমেলা কর্তৃপক্ষ তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি মতো বাংলাদেশের প্রকাশকদের জন্য স্টল বরাদ্দ করেননি। তারা বলেন, কথা ছিল প্রতিটি স্টল হবে ১০০ বর্গফুটের; কিন্তু এখন দেয়া হয়েছে ৮০ বর্গফুটের। এছাড়াও স্টলগুলো সুবিধাজনক স্থানে দেয়া হয়নি; দর্শকের চোখে পড়বে কম।

বইমেলা আয়োজকদের কাছ থেকে জানা গেছে, ঐতিহ্য অনুযায়ী কোন অরাজনৈতিক ব্যক্তি দিয়েই বইমেলা উদ্বোধন করানো হয়। এবার কবি শামসুর রাহমানকে বিরল সম্মান দেয়া হলো তাকে দিয়ে বইমেলা উদ্বোধন করিয়ে। জানা গেছে, আয়োজকরা কোন নোবেল লরেটকে দিয়ে উদ্বোধন করানোর চিন্তা করেছিলেন। শেষ মুহূর্তে শামসুর রাহমানকে দিয়ে উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।